ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি ও স্মার্ট ক্লাসরুম

অয়ন চৌধুরী*

প্রারম্ভিকা

স্মার্ট ক্লাসরুম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এই বিষয়গুলো একসময় আমাদের কাছে অপরিচিতই ছিল। ২০০৭ সালে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের Teaching Excellence and Achievement program এর আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্কলারশিপ নিয়ে George Mason University তে পড়তে যাওয়ার এবং Arlington District এর Kenmore Middle School এ ক্লাস নেওয়ার সুবাদে আমার ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ হয়েছিল স্মার্ট ক্লাসরুম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ইত্যাদির সাথে পরিচিত হওয়ার। তবে আমার ছোটবেলার স্কুল, আমার বর্তমান কর্মস্থল ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার সহকর্মীদের নিকট এই বিষয়গুলো অজানাই ছিল। আমি ফিরে এসে তাদের আমার অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে ৮টি কম্পিউটার নিয়ে ১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়।

এর কিছুদিন পর আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য আসে এক সুবর্ণ সুযোগ। নূতন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় দু'টি স্মার্ট ক্লাসরুম। প্রথমটি ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুদানে Dnet এর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। একটি ৪২ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ল্যাপটপ, সোলার প্যানেল ও কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার দেয়ার পাশাপাশি অত্র স্কুলের ৪জন শিক্ষককে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এক বছরের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। এই ধরনের উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্লাস করার কথা জেনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরে যায়। এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর সর্বমোট ১৩৫৭ জন শিক্ষার্থী স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছে।

আমাদের অনুভূতি

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্মার্ট ক্লাসরুমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪জন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল কনটেন্ট দিয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস নিতে থাকেন। তবে আমাদের ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এ সুবিধা ছিল অপ্রতুল। মাধ্যমিক শাখায় ১৩৫৭ জন ছাত্র আমাদের। কাজেই আমাদের আরও স্মার্ট ক্লাসরুম প্রয়োজন। এমনি সময়ে পাচজন প্রাক্তন ছাত্রের সৌজন্যে ও Dnet এর সহযোগিতায় আমাদের স্কুলে দ্বিতীয় স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপিত হয়। এই প্রাক্তন ছাত্ররা হলেন: সুধাময় ভট্টাচার্য্য (১৯৬৩), নিহার রঞ্জন ভৌমিক (১৯৬৯), মোহাম্মদ আব্দুল কাদির (১৯৭৮), মানস লাল সোম (এসএসসি) ও অসীমাভ চৌধুরী তাপস (১৯৮১)। তাঁদের সকলের প্রতি আমরা ভিক্টোরিয়া স্কুল পরিবার (ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ) কৃতজ্ঞ। তাঁদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ম্যানেজিং কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ধন্যবাদ প্রস্তাব নেয়া হয়েছে।

শিক্ষক সমাজে স্মার্ট ক্লাসরুমের প্রভাব

স্মার্ট ক্লাসরুম বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, পাশাপাশি এই ধরনের ক্লাসরুমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়গণ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এই ধরনের ক্লাসরুম স্থাপনের ফলে শিক্ষকদের মধ্যে যে সকল প্রভাব পরিলক্ষত হয়েছে, তা নিম্নরুপঃ

- শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ব্যাবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আগ্রহ;
- ডিনেট-এর দেয়া মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের পাশপাশি নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ভিডিও এবং ছবি সংগ্রহ করে নতুন কন্টেন্ট তৈরীর করা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী ছাড়াও বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ভিত্তক শিক্ষকদের মধ্যে স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস নেবার আগ্রহ;
- নতুন কন্টেন্ট তৈরী করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরনের সুযোগ সৃষ্টি।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্মার্ট ক্লাসরুমের প্রভাব

কথিত আছে, গ্রামের ছেলেমেয়েরা সর্বক্ষেত্রে শহুরে ছেলেমেয়েদের তুলনায় সবসময় অনেকটা পিছিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এই সকল ধারণাকে অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুপ্তপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রভাব ফেলেছে, তা নিম্নরুপঃ

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস করার প্রবল আগ্রহ। এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর সর্বমোট ১৩৫৭ জন শিক্ষার্থী স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছে;
- ডিনেট-এর দেয়া বিষয়ভিত্তিক চারটি বিষয়ে ক্লাস করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য বিষয়ের উপরে স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস করার প্রবল ইচ্ছা পোষন;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের কৌতূহল সৃষ্টি;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে প্রদর্শিত যেকোন বিষয়ে সহজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বোধগম্য হওয়া।

পূর্ব ও বর্তমান সময়ের মধ্যে পার্থক্য

ডিনেট, সিএলপি এবং বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় গ্রামের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত বিদ্যালয়গুলোতে এই ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দ্যোগ নেওয়ার বিষয়টা সত্যিই অকল্পনীয়। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সাধারণ শ্রেণীকক্ষের তুলনায় স্মার্ট ক্লাসরুমের অবদান অপরিসীম। স্মার্ট ক্লাসরুম ব্যবহারে ফলে পুর্বের তুলনায় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যেমনঃ

- স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপিত হবার ফলে শ্রেণীকক্ষে আগের তুলনায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আগের তুলনায় শিক্ষার্থীরা ক্লাসে পাঠগ্রহনের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছে;
- পুর্বের তুলনায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়াবলী সহজেই অনুধাবন করতে পারে;
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভীতি বা জড়তা ছিল, সেটা আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা বন্ধুসুলভ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে;
- পাঠ্যবইয়ের থেকে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শনী (সৌরজগৎ, আহ্নিক গতি), বিভিন্ন ধরনের গেইম ও প্রাকৃতিক ছবি এই সব দেখে ক্লাস করতে খুবই উৎসাহ অনুভব করে;
- ভাল শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে একটু পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন বিষয় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন করছে;
- আগের তুলনায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে;
- শিক্ষকদের মধ্যে ক্লাস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা আগের চেয়ে এখন অনেক বেরেছে।

পরিসমাপ্তি

অত্র বিদ্যালয়ের পাচজন প্রাক্তন ছাত্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, আমরা তাদের নাম ও এসএসসি পাশের সন উল্লেখ করে একটি বোর্ড স্মার্ট ক্লাসরুমে স্থাপন করেছি, যাতে করে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্ররা এ সম্পর্কে জানতে পারে। আমরা বৃটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ এসোশিয়েশন (জর্জিয়া) এবং ডিনেটকে ধন্যবাদ জানাই অত্র স্কুলের বঞ্চিত, দরিদ্র, কিন্তু উদ্যমী ছাত্রদের পাশে থাকার জন্য। স্মার্ট ক্লাসরুমে ক্লাস করে ছাত্ররা যখন আনন্দের সাথে হাতে কলমে শিখতে পারে তখন আমাদের খুশির সীমা থাকেনা। সার্বিকভাবে বলা যায়, যদি দু'টি স্মার্ট ক্লাসরুম থেকেই এমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়, তাহলে সহজেই আরও অধিক সংখ্যক স্মার্ট ক্লাসরুম থাকলে পুরো বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব।

* অয়ন চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, ইমেইল: chy.ayan01@gamil.com, ফোন: ০১৭১২৩৫৩১২৪